ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান

\# ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান বাংলা ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্বে আলোচনা করা হয়।

\# তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান হয়ে থাকে।

\# তবে অ-তৎসম শব্দে ণ এবং ষ হয় না ; ন এবং স হয়।

\# ণ-ত্ব বিধান : তৎসম শব্দের যে নিয়মের কারণে "ণ" ব্যবহার হয় তাই ণ-ত্ব বিধান।

\# ষ-ত্ব বিধান : তৎসম শব্দের যে নিয়মের কারণে 'ষ' ব্যবহার হয় তাই ষ-ত্ব বিধান।

ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধান ব্যবহারের নিয়ম

নিয়ম-১ : তৎসম শব্দে ট বর্গীয় (ট, ঠ, ড, ঢ, ণ) ধ্বনির আগে ণ/ষ হয়।

উদাহরণ :

ণ-যুক্ত

ঘণ্টা, বণ্টন, বণ্টিত, বণ্টনীয়, কণ্ঠ, লুণ্ঠন, খণ্ড, পাণ্ডব, পণ্ডিত, নির্ঘণ্ট, কণ্টক ইত্যাদি।

ষ-যুক্ত

কষ্ট, নষ্ট, স্পষ্ট, সৃষ্টি, দৃষ্টি, মুষ্টি, পৃষ্ঠ, নিষ্ঠা, নিষ্ঠুর, ষষ্ঠী, কাষ্ঠ, ওষ্ঠ, পৃষ্ঠা, কনিষ্ঠ ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম : লণ্ঠন, কান্ডারি, ঝান্ডা, ঠান্ডা, গুন্ডা, আন্ডা, পান্ডা, প্যান্ডেল

অ-তৎসম শব্দে "ণ" হয় না "ন" হয়।

নিয়ম-২ : ঋ, র, ষ [ঋ, ৎ, র, ' (রেফ), ্র, ষ] এর পরে ন/ষ বসে।

উদাহরণ

'ণ' যুক্ত

"ঋ" এর পরে : ঋণ, তৃণ, মৃণাল, ঘৃণা, মসৃণ, পিতৃঋণ

"র" এর পরে : বর্ণ, স্বর্ণ, জীর্ণ, চূর্ণ, শীর্ণ, নির্ণয়, প্রণাম, প্রণয়, প্রণয়ন, প্রণীত, প্রমোদ, প্রণোদন, প্রণব, অগ্রণী, যন্ত্রণা ইত্যাদি।

"ষ" এর পরে : কৃষ্ণ, বিষ্ণু, উষ্ণ, তৃষ্ণা

ব্যতিক্রম : মৃন্ময়

"ষ" যুক্ত

ঋ এর পরে : ঋষি, ঋষভ (ষাঁড়), কৃষি, কৃষক, বৃষ, তৃষ্ণা, কৃষ্ণা, কৃষ্ণা, তৃষা।

ব্যতিক্রম : কৃশ, দৃশ্য, অস্পৃশ্য

"র" এর পরে : বিমর্ষ, ঘর্ষণ, বর্ষ, বর্ষা, হর্ষ, কর্ষণ, বর্ষণ, মুমূর্ষ, আকর্ষণ, বিকর্ষণ, মহাকর্ষণ, বর্ষীয়ান, ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম : দর্শন, স্পর্শ, পরামর্শ

নিয়ম-৩ : শব্দে ঋ, র, ষ এর পরে যদি স্বরধ্বনি, ক-বর্গীয় (ক, খ, গ, ঘ, ঙ) প-বর্গীয় (প, ফ, ব, ভ, ম), য়, হ, য, ং - বর্ণ থাকে তাহলে তার পরে "ণ" হবে।

শর্ট টেকনিক : ঋষির পর স্বরক পয় হয়ং থাকলে এর পরে "ণ" হয়।

উদাহরণ : শ্রমণ, কৃপণ, শ্রবণ, অগ্রহায়ণ, পরিবহণ, ত্রিহায়ণ, প্রাণী

লক্ষণীয় : চিত্রায়ন, শিক্ষায়ন, বীরায়ন, বরায়ন। প্রায়ণ বানানে "ণ" হয়।

ব্যতিক্রম : শ্রীমান, আয়ুষ্মান, রূপবান, চক্ষুষ্মান, জ্যোতিষ্মান, নির্গমন, বহির্গমন, প্রবহমান, বর্ষীয়ান, গরীয়ান, দূষণ, মার্জন।

স্বভাবতই "ণ" (টানা মূর্ধন্য)

চাণক্য মাণিক্য গণ বাণিজ্য লবণ মণ
বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা
কল্যাণ শোণিত মণি স্থাণু গুণ পুণ্য বেণী
ফণী অণু বিপণি গণিকা
আপণ লাবণ্য বাণী নিপুণ ভণিতা পাণি
গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ
নিক্বণ চিক্কণ ঘূণ কফণি বণিক গুণ
গণনা, পিণাক, পণ্য, বাণ

স্বভাবতই "ষ" কবিতা

আষাঢ় তুষ, তৃষা ঊষর নিকষ
বিশেষণ ভাষা ঊষা বিশেষ ষোড়শ
বিষাণ বিষ পুষ্প দোষ রোষ
মহিষ মূষিক পৃষা পুরুষ প্রদোষ।
প্রত্যূষ ভূষণ কোষ ভূষা শষ্প শেষ,
বাষ্প ষষ্ঠ ভাষ্য পোষ্য অভিলাষ মেষ
ষণ্ড (ষাঁড়), গ্রীষ্ম পাষাণ পাষণ্ড কলুষ পৌষ
ঔষধ, ঔষধি গণ্ডূষ ঊষ্ম তুষ

ব্যতিক্রম

০১। কিছু সমাসবদ্ধ পদে 'ন' হয়।

উদাহরণ,

ত্রিনয়ন, ত্রিনেত্র, দুর্নাম, দুর্নীতি, দুর্নিবার, দুর্নিবার, দুর্নিরীক্ষ্য, সর্বনাম, অগ্রনায়ক, অগ্রনেতা, পরনিন্দা, হরিনাম, রণনীতি, পুরাঙ্গনা, পরমাত্মা [তবে পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ, পরাহ্ণ, ত্রিহায়ণ যা সমাসবদ্ধ শব্দ হওয়া সত্ত্বেও "ণ" হয়েছে]

০২। ক্রিয়াপদে "ন/স" হয়।

উদাহরণ: করেন, করান, করুন [কর্ণ দৃশ্য বুঝালে "ণ" হবে] ধরুন, ধরেন ধরান, মারেন, মারুন, পরেন, পুরানো [ক্রিয়া-বিশেষ্য অর্থে 'ণ' হবে] করিস, ধরিস, মরিস, মারিস, পারিস ইত্যাদি।

বানান শুদ্ধীকরণ

নিয়ম-২ যেখানে "স/ষ" হবে ঠিক তার আগের সাউন্ড যদি "অ/আ" মত হয় তাহলে "স" হবে।
অথবা, যেখানে "স/ষ" হবে ঠিক তার আগের সাউন্ড টা যদি অ/আ বাদে অন্য স্বরের মত হয় তাহলে "ষ" হবে।

উদাহরণ:

অ/আ বাদে অন্য স্বর + ষ

আবিষ্কার, বহিষ্কার, চতুষ্পদ, চতুষ্কোণ, পরিষ্কার, আয়ুষ্মান
অনুষঙ্গ = অনু + সঙ্গ, পরিষেবা = পরি + সেবা

অ/আ + স

আস্পদ, স্নেহাস্পদ, শ্রদ্ধাস্পদ, পুরস্কার, নমস্কার
যদি কোন কার না থাকে তাহলে "অ" হয়।

হাইব্রিড অংশ

নারীদের ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য?

ক) কল্যানীয়েষু খ) সুচরিতাসু
গ) প্রীতিভাজনীয়েষু ঘ) শ্রদ্ধাস্পদাসু

সুচরিতেষু
—এ → ষ = পুরুষ
"ষ" থাকলে পুরুষ

সুচরিতাসু
—আ → স = নারী
"স" থাকলে নারী।

ব্যতিক্রম:

শুচিস্মিতা (যে নারীর হাসি কুটিলতাবর্জিত), সুস্মিতা (যে নারীর হাসি সুন্দর) বাষ্প, নিস্পৃহ, নিস্পন্দন, মৃদুস্মিতা (মৃদু হাসি যে নারীর), বিস্ময়, বিস্মিত, বিস্ফোরণ, পরিস্ফুট, পরিস্ফুতি, বিস্বাদ, সুস্পষ্ট

নিয়ম-২: উনিশ, উনত্রিশ, উনচল্লিশ, উনপঞ্চাশ, উনষাট, উনসত্তর, উনআশি, উননব্বই এগুলো বাংলা শব্দ তাই 'ঊ' হবে না। অর্থাৎ 'উ' দিয়ে লিখতে হয়। তবে এগুলোর উৎপত্তি তৎসমতে বা ক্রমবাচক রূপকে 'ঊ' দিয়ে লিখতে হবে।

উদাহরণ:

ঊনবিংশ	>	উনিশ
তৎসম		বাংলা
ক্রমবাচক		গণনাবাচক

শুদ্ধ
১। উনিশ
২। উনচল্লিশ
৩। ঊনবিংশ

নিয়ম-৩: বিশেষণ (adj) + তা / য = বিশেষ্য

(তা যোগে: আদি স্বরের কোন পরিবর্তন হবে না; য যোগে: আদিস্বর বৃদ্ধি পাবে)

আদি স্বর বৃদ্ধি পাবে

অ	আ
ই / ঈ	এ / ঐ
উ / ঊ	ও / ঔ
ঋ	আর / আর

উদাহরণ:

* দরিদ্র + তা = দরিদ্রতা
দরিদ্র + য = দারিদ্র্য
দ + অ = আ

* দীন + তা = দীনতা
দীন + য = দৈন্য
দ + ঈ = এ / ঐ

* সম + তা = সমতা
সম + য = সাম্য
স + অ = আ

* কুশল + তা = কুশলতা
কুশল + য = কৌশল্য

* কৃপণ + তা = কৃপণতা
কৃপণ + য = কার্পণ্য
ক + ঋ = অর / আর

* সুন্দর + তা = সুন্দরতা
সুন্দর + য = সৌন্দর্য [র + য = র্য]

* মধুর + তা = মধুরতা
মধুর + য = মাধুর্য

নিয়ম-৪: কোন শব্দের শেষে "ঈ" কার থাকলে এর পরে (তা / ত্ব / নী / তন্ত্র - পরিষদ / সভা / জগৎ) - এগুলো ~~থাকলে~~ যুক্ত হলে এ "ঈ কার ই-কার" হয়ে যাবে।

উদাহরণ:

"তা" যুক্ত

\# প্রতিযোগী + তা = প্রতিযোগিতা

\# দূরদর্শী + তা = দূরদর্শিতা

\# সহযোগী + তা = সহযোগিতা

\# সহধর্মী + তা = সহধর্মিতা

"ত্ব" যুক্ত

\# অধিকারী + ত্ব = অধিকারিত্ব

\# একাকী + ত্ব = একাকিত্ব

\# দায়ী + ত্ব = দায়িত্ব

\# স্থায়ী + ত্ব = স্থায়িত্ব

"বিদ্যা" যুক্ত

\# প্রাণী + বিদ্যা = প্রাণিবিদ্যা

"নী" যুক্ত

\# প্রণয়ী + নী = প্রণয়িনী

\# সহযোগী + নী = সহযোগিনী

\# অনুগামী + নী = অনুগামিনী

"ত্ব" যুক্ত

\# মন্ত্রী + ত্ব = মন্ত্রিত্ব

\# প্রাণী + ত্ব = প্রাণিত্ব

"সভা" যুক্ত

\# মন্ত্রী + সভা = মন্ত্রিসভা

"পরিষদ" যুক্ত

\# মন্ত্রী + পরিষদ = ~~মন্ত্রী~~ মন্ত্রিপরিষদ

"জগৎ" যুক্ত

\# প্রাণী + জগৎ = প্রাণিজগৎ

ব্যতিক্রম

\# নারী + ত্ব = নারীত্ব

\# কুমারী + ত্ব = কুমারীত্ব

\# সতী + ত্ব = সতীত্ব

নিয়ম→৫: কোন শব্দে "স্থ" যুক্ত থাকলে 'স্থ' অংশটি বাদ দিয়ে বাকি অংশটুকু বিশ্লেষণ করলে অংশটি যদি অর্থবহ হয় তাহলে তার সাথে "স্থ" যুক্ত হবে। কোন শব্দে যদি "স্ত" যুক্ত থাকে তাহলে "স্ত" অংশটি বাদ দিয়ে বাকি অংশটি বিশ্লেষণ করলে অংশটি যদি "অর্থবহ" না হয়ে "অনর্থক" হয় তাহলে "স্ত" যুক্ত হবে।

উদাহরণ: "স্থ যুক্ত"

অর্থবহ + স্থ = অর্থবহস্থ

(অর্থবহ → অর্থবহ শব্দ)

মুখস্থ, নিকটস্থ, পেটস্থ, তটস্থ, অগ্রস্থ, গৃহস্থ, মনস্থ, প্রস্থ

(মুখ → অর্থবহ; নিকট → অর্থবহ; পেট → অর্থবহ; তট → তীর/কূল; অগ্র → প্রান)

"স্ত" যুক্ত

অনর্থক + স্ত

যেমন, বিন্যস্ত, বিপদগ্রস্ত, অস্ত, আশ্বস্ত, নিরস্ত, ন্যস্ত, ব্যস্ত

(বিন্য → অনর্থক; বিপদগ্র → অনর্থক)

ব্যতিক্রম

↓

বিধ্বস্ত, সমস্ত

সতর্কতা: "অধীন" অর্থে অধীনস্থ বা অধীনস্ত অপপ্রয়োগ। সুতরাং কেবল শুদ্ধ প্রয়োগ "অধীন"।

নিয়ম-৩: কোন শব্দে অঞ্জলি, আবলি, ইক, আলি থাকলে "ি" কার

উদাহরণ:

"অঞ্জলি" যুক্ত

জলাঞ্জলি
শ্রদ্ধাঞ্জলি
গীতাঞ্জলি
প্রেমাঞ্জলি
পুষ্পাঞ্জলি

এগুলোর সন্ধি ও প্রত্যয় একই হয়।

জলাঞ্জলি = জল + অঞ্জলি

"আবলি" যুক্ত

কবিতাবলি
রচনাবলি
কার্যাবলি
শর্তাবলি

সন্ধি : কবিতা + আবলি = কবিতাবলি

"ইক" যুক্ত

"ইক" এর ৩ টি তত্ত্ব আছে।

১। "ইক" যুক্ত শব্দে "ইক" অংশটুকু "ই" কার হয়।

২। "ইক" যুক্ত হলে শব্দের আদিস্বর বৃদ্ধি পাবে।

৩। "ইক প্রত্যয়" যুক্ত হলে মূল শব্দটি বিশেষণ (adj) হয়ে যায়।

উদাহরণ:

ভূগোল + ইক = ভৌগোলিক [আদিস্বর বৃদ্ধি পেয়েছে]
মন্ত্র + ইক = মান্ত্রিক
প্রত্যহ + ইক = প্রাত্যহিক
নীতি + ইক = নৈতিক

কোনটি শুদ্ধ ?

ক. ব্যবহারিক ✓খ. ব্যাবহারিক

"আলি" যুক্ত

১। "আলি" যুক্ত শব্দের সন্ধি ও প্রকৃত প্রত্যয় একই।

২। "আলি বাংলা" প্রত্যয় তাই আলি যুক্ত হলে ঐ শব্দটি বাংলা হয়ে যায়।

উদাহরণ:

সোনালি = সোনা + আলি
রুপালি = রুপা + আলি
বর্ণালি = বর্ণ + আলি
মিতালি = মিতা + আলি

নিয়ম-৭: ১। অভ্যন্তর = অভি + অন্তর
২। অভ্যন্তর + ঈন = অভ্যন্তরীণ
৩। অভ্যন্তর + ইক / ষ্ণিক = আভ্যন্তরিক
৪। অভ্যন্তর + অ / ষ্ণ = আভ্যন্তর

নিয়ম : ৮ সর্বজন + ঈন = সর্বজনীন (সবার জন্য)
সর্বজন + ঈন = সার্বজনীন (সবার বড়ো / প্রবীণ)

নিয়ম-৯: পূর্বপদের পরে (-করণ, -কৃত, ভবন, -ভূত) যুক্ত করলে তার আগে নতুন করে "ঈ-কার (ী)" আসবে।

উদাহরণ:

আত্ম + করণ = আত্মীকরণ
আত্ম + কৃত = আত্মীকৃত
একত্র + ভূত = একত্রীভূত
পুঞ্জ + ভবন = পুঞ্জীভবন
নিরস্ত্র + কৃত = নিরস্ত্রীকৃত
সম + ভবন = সমীভবন

আধুনিক + করণ = আধুনিকীকরণ
আধুনিক + কৃত = আধুনিকীকৃত
ঘন + করণ = ঘনীকরণ
ঘন + কৃত = ঘনীকৃত
শুদ্ধ + করণ = শুদ্ধীকরণ
বশ + করণ = বশীকরণ

নিয়ম-১০: সন্ধিবদ্ধ পদের প্রথম পদের শেষ বর্ণ 'ম' থাকলে সন্ধিতে তা সন্ধিতে তা "ং"-এ রূপান্তরিত হবে। অন্যথায় সন্ধি সাধিত না "ঙ" হবে

উদাহরণ:

অহম্ + কার = অহংকার
ভয়ম্ + কার = ভয়ংকার
সংকীর্ণ = সম্ + কীর্ণ
সম্ + ঘ = সংঘ
অলম্ + কার = অলংকার

আকাঙ্ক্ষা, কিনাঙ্ক, অঙ্ক, অঙ্গ
কঙ্কাল, শৃঙ্খল, পুঙ্খানুপুঙ্খ
লঙ্ঘন, আতঙ্ক, সঙ্ঘ, সঙ্গী;
সর্বাঙ্গীণ, শঙ্খ, শশাঙ্ক

নিয়ম-১১: বিশেষ্যের সাথে "ই (ইন্)" প্রত্যয় যুক্ত করলে বিশে বিশেষণ গঠিত হয়। কিন্তু "নিঃ / নির" উপসর্গযোগে সমাস হলে এরূপ শব্দের শেষে "ই"-কার হবে না

বিশেষ্য ✓	বিশেষণ (বিশেষ্য + ই) ✓	নির ...... ই হবে না ✓	ভুল প্রয়োগ X
অপরাধ	অপরাধী	নিরপরাধ	নিরপরাধী
অভিমান	অভিমানী	নিরভিমান	নিরভিমানী
বিরোধ	বিরোধী	নির্বিরোধ	নির্বিরোধী
গুণ	গুণী	নির্গুণ	নির্গুণী
বিলাস	বিলাসী	নির্বিলাস	নির্বিলাসী
বিবাদ	বিবাদী	নির্বিবাদ	নির্বিবাদী
পাপ	পাপী	নিষ্পাপ	নিষ্পাপী
অহংকার	অহংকারী	নিরহংকার	নিরহংকারী
দোষ	দোষী	নির্দোষ	নির্দোষী
জ্ঞান	জ্ঞানী	নির্জ্ঞান	নির্জ্ঞানী
উৎসাহ	উৎসাহী	নিরুৎসাহ	নিরুৎসাহী
উদাস	উদাসী	নিরুদাস	নিরুদাসী
ধন	ধনী	নির্ধন	নির্ধনী
জীব	জীবী	নির্জীব	নির্জীবী

নিয়ম-১২: শব্দের অর্থ "দূরত্ব" বুঝালে "দূ" দিয়ে শুরু হবে। অন্যকথায় "দু" দিয়ে শুরু হবে।

উদাহরণ:

"দূ" যুক্ত শব্দ

দূর, দূরত্ব, দূরবীক্ষণ, দূরবর্তী, দূরীভূত, দূরদর্শন, দূরদৃষ্টি, দূরদর্শী, দূরীকরণ, দূরদূরান্ত, দূরগামী, দূরপাল্লা, দূরান্তর

"দু" যুক্ত শব্দ

দুর্ঘটনা, দুর্বিষহ, দুরারোগ্য, দুর্বুদ্ধি, দুর্বৃত্ত, দুর্ভোগ, দুরাকাঙ্ক্ষা, দুর্মতি, দুর্বোধ, দুরবস্থা, দুষ্ট, দুস্থ

ব্যতিক্রম: দুরবিন, দূষক, দূষণ, দূষণীয়, দূষিত, রাষ্ট্রদূত, দূর্বা।

নিয়ম-১৪: স্বত্ব ; সত্ত্ব ; সত্তা → দ্বিধা ?? (অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ)

স্বত্ব	সত্ত্ব	সত্তা
স্বত্ব: (স্ব + ত্ব) 'স্ব' মানে নিজের, শব্দটি বিশেষণ। এর সাথে "ত্ব" প্রত্যয় যোগ করে বিশেষ্য করা হয়েছে যার অর্থ নিজত্ব, অর্থাৎ নিজের অধিকার যেখানে আছে এমন। যেমন- মালিকানাস্বত্ব, স্বত্বাধিকারী, স্বায়ত্তশাসন, স্বায়ত্তশাসিত।	সত্ত্ব: (সৎ + ত্ব) "সৎ" অর্থ "বিদ্যমান"। "সত্ত্ব" অর্থ অস্তিত্ব বিদ্যমানতা। ~~স্বত্ব~~ যেমন- "মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা" অর্থাৎ "অন্তঃ" তে (ভিতরে) আরেকটি প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে। এরূপ- নিষেধ সত্ত্বেও (নিষেধ বিদ্যমান থাকতেও) কেন করলে ?	সত্তা: (সৎ + তা) "সৎ" অর্থও 'বিদ্যমান'। "তা" প্রত্যয়যোগে বিশেষ্য করা হয়েছে। যেমন: সত্তা হারিয়ে ফেলা। এই "সত্তা" আর আগের "সত্ত্ব" অর্থের দিক দিয়ে একই, তবে প্রয়োগ ক্ষেত্রে তফাত আছে।

নিয়ম-১৪: লেখক, কবি, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম যা লেখা থাকে, তাই লিখতে হবে।

উদাহরণ: জীবনানন্দ দাশ, শামসুর রহমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, জসীমউদ্‌দীন, মুনীর চৌধুরী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

নিয়ম-১৫: যে সব শব্দে 'হস্‌-চিহ্ন না' দিলে বানান ভুল হবে।

উদাহরণ: উদ্‌ঘাটন, উদ্‌বেগ, উদ্‌ভ্রান্ত, উদ্‌যাপন, দিক্‌পাল, দিক্‌ভ্রম, দিক্‌ভ্রষ্ট, দিক্‌দর্শন, প্রাক্‌-কথন, বাক-সর্বস্ব, বাগবিতণ্ডা, বাগ্‌দেবী ইত্যাদি

নিয়ম-১৬: কেবল "অদ্ভুত" শব্দে "ভু" হবে। বাকি "ভূত" শব্দে "ভূ" হবে।

উদাহরণ: ভূগোল, ভূমণ্ডল, ভূমিকম্প, ভূপৃষ্ঠ, ভূতল, ভূমি, ভূম্যধিকারী, ভূলোক।

নিয়ম-১৭: শেষে "জীবী" যুক্ত শব্দে (ঈ-কার + ঈ-কার) হবে।

উদাহরণ: আইনজীবী, শ্রমজীবী, ক্ষীণজীবী, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, দীর্ঘজীবী।

ব্যতিক্রম: জীবিকা (প্রথমে আছে তাই এরূপ)।

নিয়ম-১৮: কার যুক্ত কিছু বানান দেওয়া হলো (খুব গুরুত্বপূর্ণ)

উদাহরণ

"ঈ - ই" (২ - ১)	জীবিকা, শারীরিক, মরীচিকা, বাল্মীকি, প্রতীতি, দধীচি, সীমিত, বীণাপাণি, কীর্তি, গীতিকা, উন্মীলিত, আশীবিষ, অবীচি, বহুব্রীহি।
ই - ঈ - ই (১ - ২ - ১)	বিভীষিকাময় এক রাতে নিমীলিত চোখে দেখি ১২১ টি শিং পিপীলিকা জিজীবিষা, নিপীড়িত।
ঈ - ঈ (২ - ২)	প্রতীকী, প্রতীচী, সমীচীন, মনীষা, উদীচী, ভাগীরথী, জীবনী, হরীতকী, মহীয়সী, গরীয়সী, পটীয়সী, শরীরী, অশরীরী, দীপী
ই - ই (১ - ১)	অতিথি, তিথি, অতিথি, ক্ষিতি, গিরি, গিরিশ, জ্যামিতি, জিনিস, কাহিনি, বিকিরণ, তিতিক্ষা, সমিতি, নিবিড়।
ই - ঈ - ই - ঈ (১ - ২ - ১ - ২)	নিশীথিনী, কিরীটিনী (কিরীটধারিণী বা মুকুটধারিণী)